১১-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা হলে রুহানী সেনা । তোমরা ছাড়া রাবণের থেকে এই দুনিয়াকে কেউ রক্ষা করতে পারবেনা । এই শুদ্ধ নেশা বজায় রেখো ।"

প্রশ্নঃ - বাপদাদা কোন্ বাচ্চাদের উদার হৃদয়ের মহিমা করেন ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন, উদার হৃদয় সেই বান্ধেলীদের অর্থাত্ গার্হস্থ্য বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চাদের, যারা প্রহৃত হয়েও শিববাবাকে স্মরণ করে । মার খেতে খেতে তারা আরও নষ্টমোহা হতে থাকে, যার কারণে তাদের পদ আরও উঁচু হয়ে যায় । বাবা এমন বাচ্চাদের সহিষ্ণুতা(ধৈর্য্য) দেন, বাচ্চারা তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । এই দেহ তোমাদের নয় । তোমরা বাবার হয়েছ, তোমাদের স্থিতি অবিরত তেজোপূর্ণ হবে । সচ্চি দিল পর সাহেব রাজী অর্থাত্ প্রভু সরল হৃদয়ের প্রতি খুশি থাকেন ।

গীতঃ- তোমায় পেয়ে প্রভু, পেয়েছি সারা বিশ্ব, আকাশ-পৃথিবী হয়েছে সবই মোদের .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা সামনে বসে আছে । তোমরা জানো যে, তোমরা এক একজন সেনা । কার সেনা ? ঈশ্বরের । তোমরা কি করছ ? তোমরা রাবণের উপর বিজয় লাভ করছ । এর অর্থ সারা সৃষ্টিকে রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে নিজেদের রাজ্য স্থাপনা করছ । দেখ, তোমরা কেমন সাধারণভাবে "বসে আছ ! তোমরা তোমাদের হাত-পা ব্যবহার করছ না তবুও তোমরা কত শক্তিশালী সেনা ! তোমরা ঈশ্বরের সহায় । ঈশ্বরও গুপ্ত, তোমরাও গুপ্ত । তাঁকে শাহেনশাহও বলা হয় । তোমরা এতই বলশালী এবং গুপ্তভাবে থাকো যে, তোমরা বিকারকে জয় করে সমগ্র বিশ্বকে জিতে নাও । তোমরা সেটা ফীল করো, সেই সেনার মতো তোমরাও রুহানী সেনা । তোমরা বুঝতে পারো যে, ভারতের সব কিছু তোমাদের অর্থাত্ সেনাদের উপরে নির্ভর করে । আমাদের সেনারা না থাকলে অন্যেরা জিতে নিত । সেই সেনাদের মধ্যে কখনও কখনও রাজাদের সরিয়ে মিলিটারি শাসন জারি হয় । মিলিটারি ভাবে, তারা ছাড়া অন্য কেউ তাদের দেশকে রক্ষা করতে পারেনা । তোমাদেরও শুদ্ধ অহংকার আছে, ঈশ্বরীয় সেনা ছাড়া রাবণের থেকে আর কেউ রক্ষা করতে পারেনা । মিলিটারিদের দেখ আর তোমাদের নিজেদেরও দেখ । তোমরা যেমন, তেমনই । তোমাদের কাছে ড্রেস বা অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নেই । সেই সমস্ত লোকেরা কত ড্রেস পরে । যেমন সঙ সাজানো হয়, তেমন তারাও মুখোশ পরে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে । হোলিতেও তারা সঙ সাজায় । তারা রামের সেনাও দেখায়, আর তাদের বাঁদরের মুখ দিয়ে দেয় । তারা শুধুই পুতুল খেলা করে । তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছ যে পাঁচ বিকাররূপী রাবণের জেল থেকে তোমরা নিস্তার পেয়ে যাচ্ছ । এক তো হলো রাবণের জেল । যারা রাবণের মতে চলে তাদেরও জেল । ভক্তির শেকল, গুরুর শেকল তদুপরি স্বামীর শেকল । রাবণের মতে চলে তোমরা কত অসুখী হয়েছ । তোমরা অনেক ডেকেছ, রাবণ আমাদের অনেকভাবে বিভ্রান্ত করছে । তোমরা জানো যে, তোমরা যত যোগে থাকবে ততই তোমরা আত্মারা দুঃখ থেকে রেহাই পেতে থাকো । অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, অনেক মার খেয়েছে । দুর্বল অবলারা ডাকে, এখন আমরাকি করবো ? বাবা তাদের ধৈর্য্য দেন । এতো তোমাদের বোঝানো হয়েছে, তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । এই দেহ তোমাদের নয় । তোমরা মৃত । তোমরা এখন বাবার হয়েছ, সুতরাং, অন্য কোনও উপায়ই নেই । আমরা শিববাবার । প্রকৃত বাচ্চাদের স্থিতি অনেক মজবুত.হয় ।

এতটুকুও বিকারের দিকে তাদের ভাবনা যায়না । যদি এমন বাচ্চাদের উপর কেউ যদি জবরদস্তি জুলুম করে, তাতে বাচ্চারা পাপের ভাগী হয়না । তারা ডাকে, বাবা, আমি তোমার হয়েছি, এই দেহ একটা শব মাত্র । এমন নিশ্চয় বুদ্ধি যাদের তারাও উঁচু পদ লাভ করে, যদি হৃদয় সততাপরায়ণ হয় । এমন সরল হৃদয়ের প্রতি সাহেব রাজী অর্থাত্ প্রভু, আমাদের সকলের মালিক খুশি থাকেন । যারা মার খায় তাদের মতো এখানের বচ্চিরা তেমনভাবে বাবাকে স্মরণ করেনা । তাদের বন্ধনের ডাক বাবার কাছে পৌঁছে যায় ! বাবা, এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো । যারা বন্ধন-মুক্ত হয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে তারাও বাবাকে এত স্মরণ করেনা, যত বান্ধেলীরা করে । শিববাবার স্মরণেই তোমার তরী পার হয়ে যায় । কেউ কেউ বলে, বাবা, আমাদের মুরলি পর্যন্ত পড়তে দেয়না । ওহ্ ! তোমরা শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো । মুরলিতে এটাই রোজ বোঝানো হয় । মূল কথা হলো স্মরণের চার্ট রাখো । বাবাকে আমি কতক্ষণ স্মরণ করছি ? অনেকেই এই পরিশ্রম করতে পারেনা ; তারা বারবার বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় । যাই হোক বান্ধেলী বাচ্চিরা মার খেতে খেতে আরও বেশী স্মরণ করে । এটা মহৎ হৃদয় অবলাদের মহত্ব, যারা মার খেতে খেতেও বাবাকে স্মরণ করে । বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো । তারা যত তোমাদের মারবে তোমরা মোহজিত্ হতে থাকবে । প্রহারও তোমাদের উঁচু পদ লাভ করায় সমর্থ বানিয়ে দেবে । বাবারও এমন বাচ্চিরাই স্মরণে আসে । হ্যাঁ, কিছু ভালো মহারথীও আছে যারা অনেকের সার্ভিস করে, যোগী বানায় । যোগের মহিমা অনেক । সকলের প্রতি তোমাদের ক্ষমাশীল হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা গীতা রেফার করো, তাদের বুদ্ধিতে শুধু এটাই আছে কৃষ্ণ ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন । তোমরা বলো, পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ শিখিয়েছেন । এটা তাদের কাছে প্রমাণ করার জন্য তাদের জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের সম্বন্ধ কি ? তোমরা তো তাঁকে পিতা বলো, তাই না ! এটা পিতারই নির্দেশ, আমার সাথে যোগ লাগাও, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । কোনও মানুষের সাথে যোগ লাগিও না । কোন মানুষ যদি তোমাদের শেখায় তাতে কোনও লাভ হবেনা । গীতাতেও দেহধারীর নাম রেখে দিয়েছে । আমরা বলি, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের যোগ শেখান । তোমরা কারও নিন্দা করোনা । তোমরা বাবার মহিমা করছ । যাই হোক, যারা বোঝাবে তাদের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হতে হবে, কারণ সেখানে অনেক বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত আসেন । সন্ন্যাসীদেরও সেনা আছে । তাদের সবার হেড-রা আসে । বাচ্চারা, তোমাদের এমনই দক্ষ হওয়া উচিত্ যে তোমরা অল্প কথা বললেও তাদের তির লেগে যায় । বেশী কিছু বলার দরকারই নেই । কারণ তাদের মধ্যে অনেক ক্রোধ আছে । তাদের সেনাও অনেক বড় । কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ এলে তোমরা যেতে পারো । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে তোমাদের মধ্যে কে কে ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে । তোমাদের তো শুধু এক অল্ফ শব্দের অর্থই বোঝাতে হবে । মাত্র দুটো জিনিস । বাবা, অল্ফ বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । এই কথা একমাত্র ঈশ্বর, যিনি অল্ফ, রচয়িতা তিনিই বলতে পারেন । তিনি হেভেনলি গড ফাদার । তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবেনা । কৃষ্ণ এখন কোথায় ? তিনি এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিয়েছেন । এক নিরাকার তো অবিনাশী । সমস্ত ব্যাখ্যা এই কথা সম্বন্ধেই দেওয়া হয় । তারা অনেক বড় ভুল করে দিয়েছে । ভগবানুবাচঃআমি তোমাদের বিশ্বের উত্তরাধিকার দিই । কৃষ্ণ কিভাবে সবাইকে উত্তরাধিকার দেবেন ! কৃষ্ণ তো ভারতের, তাই না ! কিন্তু বরসা সমগ্র দুনিয়ার, যে দুনিয়া এখন পতিত । সবার পতিত-পাবন একই, তিনি নিরাকার । তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা আছে । ভক্তির পার্টেরও নলেজ আছে । একদম প্রথমে শিবের পূজা হতো, সোমনাথের মন্দির বানানো হয়েছিলো । এতবড় সোমনাথের

মন্দির কে বানিয়েছিল ? এটা করার শক্তি কারও নেই । নিশ্চয়ই সেই সময় এত বিত্তবান ছিল যারা এমন মন্দির বানিয়েছে । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এই বোধ আছে যে, প্রকৃতই তোমরা সম্পদশালী ছিলে । এত বড় সোমনাথের মন্দির তৈরি হয়েছে, নিশ্চয়ই এটা কোনো মহারাজা বানিয়েছেন ! দেবী-দেবতা নিজেরাই পূজ্য ছিলেন, পরে তাঁরাই পূজারী হয়েছেন । তারপর সেই পূজার জন্যই তাঁরা আবার একবার মন্দির বানাবেন । এইরকম নয় যে একটা সোমনাথ মন্দির তৈরি হয়েছিলো । একজন বানাতে শুরু করেছিলো তারপর অন্যান্যরাও সেইরকম বানিয়েছিল । অনেক মন্দির লুটও হয়ে গেছে । মাত্র একটা মন্দির থেকেই এত জিনিস বেরিয়েছে যে উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে গেছে । তারা যখন চড়াও হয় তাদের চেষ্টা থাকে ক্যাপিটল (মূলধন) জোর করে হস্তগত করার । তাহলেই তারা বিজয়ী হয়ে গেল । এটা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, দিল্লি প্রকৃতই পরিস্তান ছিলো । ধর্মরাজ এটা স্থাপন করেছিলেন । দিল্লি আবারও পরিস্তান হবে । তারজন্যে আমরা রাজযোগ শিখছি । তোমরা এখন, যখন এই সমস্ত বিষয়গুলো শুনছ, তোমাদের বুদ্ধিতে নেশা লেগে যায় ; তোমরা বুঝতে পারো, আমাদের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে । আমাদের নাম মহিমান্বিত হয় । বলাও হয়ে থাকে, গুপ্ত সেনা, নন্-ভায়োলেন্স । এত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ কেউ বুঝতে পারেনা । না তোমরা স্থূল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করো আর নাই তোমরা কাম-কাটারি চালাও ! তোমরাই নন্-ভায়োলেন্ট শক্তি সেনা, যারা যোগবলের দ্বারা রাজ্য লাভ করেছে । বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য শ্রীমৎ অনুসরণে আমরা এক এবং একমাত্র বাবাকে স্মরণ করি । তোমরা জানো যে এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে ; আবার নতুন করে শুরু হবে । এই নাটক অবিনাশী; যা কখনও বিনাশ হয়না । যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, যখন নতুন দুনিয়া বিদ্যমান হবে তখন পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি হয় । চক্র ঘুরতেই থাকে । এই ড্রামা অনাদি । ঠিক যেমন তারা ভগবানের জন্য বলে যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, একইভাবে, তারা বলে ড্রামা নিরন্তর ঘুরে যাচ্ছে । এই ড্রামার অ্যাক্টররা সর্বদা বিদ্যমান । তোমরা জানো যে, নিরাকার দুনিয়া এবং সাকার দুনিয়াও সর্বদা বিদ্যমান । তারপর চক্র সত্য, ত্রেতাযুগ হয়ে রিপিট হয় । এটা অবিনাশী ড্রামা । শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ড্রামায় আমাদের পার্ট আছে । ছোট ড্রামা যেগুলো, পুরানো হয়ে যায় । এটা কখনও পুরানো হয়না । অবিনাশী ড্রামা কি কখনও পুরানো হয় ? না, তবে আমরা আমাদের পার্ট অবিরত অভিনয় করছি এটা নতুন থেকে পুরানো হয় আবার পুরানো থেকে নতুন হয় । তোমরা জানো যে, তোমরা প্রকৃত রাজা রাণী ছিলে । এখন তোমরা নিঃস্ব হয়ে গেছ । এরপর আমরা কপর্দকশূন্য থেকে রাজা হবে । পপার অর্থ ফকির । বাবা এসে সবাইকে রাস্তা দেখান । তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিত্ । এই নতুন নলেজ তোমরা লাভ করছ আর মাত্র একবারই এটা তোমরা লাভ করো । তোমরা বুঝতে পারছ তো যে, ডাইরেকশন অনুযায়ী এই সৃষ্টিতে তোমরা তোমাদের বাদশাহী স্থাপন করছ ! বাবা বলেন, আমাকে এবং তোমাদের বাদশাহী স্মরণ করো । যাই হোক, হঠাত্ আক্রমণ, প্রহার সেসব থাকবে । এই অপমান বা শারীরীক যাতনাও কর্মভোগ । পুরুষ স্ত্রীকে মারে, এইরকম কেউ মারতে পারে কি ? হয়তো তুমিও তাকে মেরে থাকবে । সেই হিসেবনিকেশ চুকে যাচ্ছে । এসবই কর্মের হিসেবনিকেশ । তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে শ্রেষ্ঠ কর্ম করছ । এখন অবশ্যই আর কোনও পাপাচার কোরোনা । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো বাবার পরিচয় দেওয়া । তোমরা বাবার নির্দেশ পেয়েছ, সদাসর্বদা এক আমাকে স্মরণ করো । বাবাকে সবাই ভুলে গেছে । তারা শিবের পূজা করতেই থাকে, কিন্তু জানেনা কিছুই । তারা অমরনাথেও বড় লিঙ্গ বানিয়ে রেখেছে । বাবার রূপ কি এত বড় ? কিছুই জানা নেই । এখন তোমরা বাচ্চারা এইসব কথা যথার্থভাবে বুঝে গেছ । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমৎ অনুসারে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে । কোনও ভ্রষ্ট কর্ম যেন না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে । অনেককে যোগী বানাবার সেবা করতে হবে ।

২) হৃদয়ে সততা রাখতে হবে, শরীর তো একটা শবের মতো মাত্র । দেহের অযথা গর্ব ত্যাগ করতে হবে । সম্পূর্ণ নষ্টমোহা হতে হবে ।

বরদানঃ- স্মরণ আর সেবা দ্বারা নিজের ভাগ্যরেখা শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ বানিয়ে ভাগ্যবান ভব

ব্রাহ্মণদের জন্ম-পত্রে তিনকাল ভালোর থেকেও ভালো । যা হয়েছে তাও ভালো, আর যা হচ্ছে তা' আরও ভালো এবং যা হবে তা' খুব খুব ভালো । সবার মস্তকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা আঁকা হয়ে আছে, শুধু স্মরণ আর সেবায় বিজি থাকো । এই দুটোই এত ন্যাচারাল হোক শরীরে যেমন শ্বাস ন্যাচারাল । ভাগ্যবিধাতা বাবা স্মরণ আর সেবার এই বিধি এমনভাবে দিয়েছেন যা থেকে যে যত পারে ততটা ভাগ্য বানাতে পারে ।

স্লোগানঃ- সন্তুষ্টির সীটে বসে পরিস্থিতিকে খেলা হিসেবে দেখা সন্তুষ্টমণি হওয়া ।